কারও তাঁবেদারি করে না
মানবজমিন
বুধবার
২১শে জুন ২০১৭
www.mzamin.com
পৃষ্ঠা ১০

এটিএম কার্ডে বিশুদ্ধ পানি

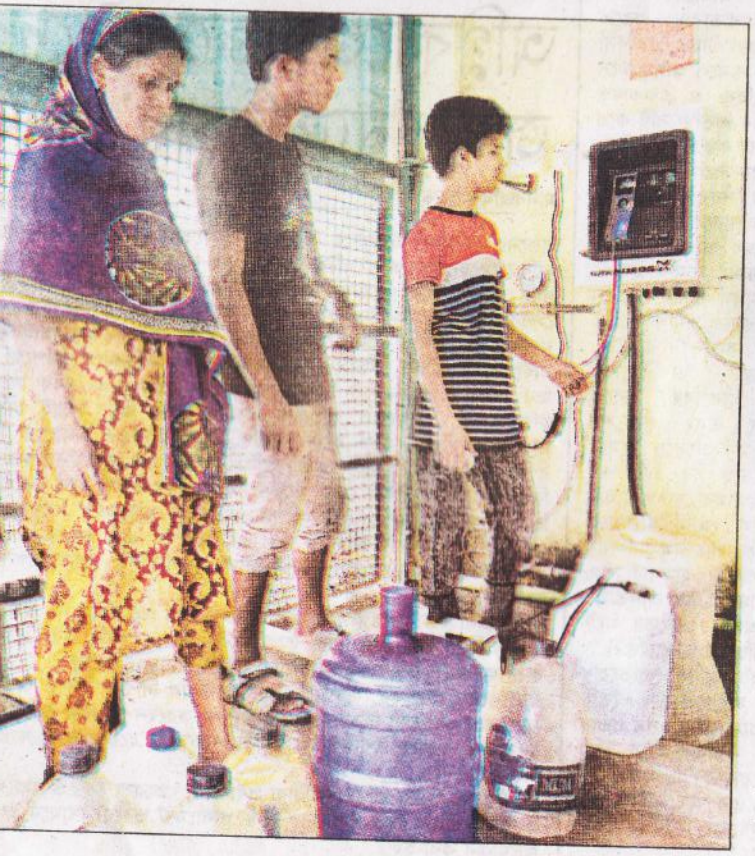

স্টাফ রিপোর্টার: এটিএম কার্ড দিয়ে এখন বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যাচ্ছে। রাজধানীতে এমন দুটি এটিএম বসানো হয়েছে, যেখানে টাকা নয়, পাওয়া যায় বিশুদ্ধ পানি। এই কার্ড দিয়ে গ্রাহকেরা যে কোনো সময় সেখান থেকে বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ করতে পারছেন। বিদেশি একটি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ফকিরাপুলে ওয়াসার পানির পাম্পে বসানো হয়েছে ওই এটিএম বুথ। বুথে এটিএম আছে দুটি। নাম দেয়া হয়েছে 'ওয়াটার এটিএম বুথ'। সেখানে গভীর নলকূপের সাহায্যে তোলা পানি প্রতি লিটার বিক্রি করা হচ্ছে ৪০ পয়সায়। পানি নিতে হলে ২০০ টাকা ফেরতযোগ্য জামানত দিয়ে একটি কার্ড নিতে হবে। এ জন্য গ্রাহকের জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি ও দুই কপি ছবি লাগবে। এরপর চাহিদা অনুযায়ী কার্ডে টাকা রিচার্জ করতে হয়। এটিএমে কার্ড ঢোকানোর পর নির্ধারিত বোতাম চাপলে পানি পড়তে শুরু করবে। পানি নেয়া শেষে কার্ডটি সরিয়ে ফেললে পানি আসাও বন্ধ হয়ে যাবে। জানা যায়, এটিএমটি সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে তৈরি। এটা তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্রের গ্রাউন্ডফস নামের একটি প্রতিষ্ঠান। এটি স্থাপনে অর্থায়ন ও যন্ত্রপাতি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক উন্নয়ন সংগঠন উইস্ট বাংলাদেশ। তদারকির দায়িত্ব পালন করছে ঢাকা ওয়াসা। বিক্রীত পানির পুরো অর্থ পাবে ওয়াসা। প্রতিদিন কী পরিমাণ পানি গ্রাহকরা সংগ্রহ করছেন, সেটা প্রতিদিনই দেখা যাচ্ছে। গড়ে প্রতিদিন ১০ হাজার লিটার পানি বিক্রি হচ্ছে। যেসব স্থানে ওয়াসার পানির পাম্প আছে, সেসব পয়েন্টে ওয়াটার এটিএম স্থাপনের পরিকল্পনা করছে ওয়াসা। এক লিটার থেকে বিভিন্ন পরিমাণ পর্যন্ত পানি পাওয়া যাবে একসঙ্গে। এটিএম কার্ডের মতোই একটি পাসওয়ার্ড থাকবে। সেভাবেই কার্ড ঢুকিয়ে ব্যবহার করতে হবে। এই বিশুদ্ধ পানি সংকোচ ছাড়াই পান করতে পারবেন নগরবাসী।

সরজমিন দেখা যায়, ওয়াটার এটিএম পয়েন্টে অনেক নারী-পুরুষ হাঁড়ি-পাতিল নিয়ে যাচ্ছেন। মেশিনে কার্ড ঢুকিয়ে নিচে বোতল বা কলস পাতছেন। একটি পাইপ দিয়ে চাহিদা অনুযায়ী পানি পাত্রে পড়ছে। উপরে লেখা ফকিরাপুল ওয়াটার এটিএম বুথ, ঢাকা ওয়াসা। পাশেই চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসে আছেন ওয়াসার একজন কর্মচারী। ফকিরাপুলের পানির বুথের ইনচার্জ মো. জুয়েল হোসেন জানান, এ পর্যন্ত এক হাজারের বেশি গ্রাহক পানি নেয়ার জন্য কার্ড করিয়েছেন। এক টাকা থেকে শুরু করে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত রিচার্জ করা যায়। তবে ১০০ টাকার নিচে কেউ রিচার্জ করেন না। তিনি আরো জানান, ডেনমার্কের একটি প্রতিষ্ঠান এই মেশিনটি তৈরি করেছে। প্রতিদিন গড়ে ৩৫০-৪০০ কার্ডধারী ব্যক্তি এখান থেকে পানি নিয়ে যান। আরেকটি এটিএম মুগদায় বসানো হয়েছে। তবে সেটি অন্য একটি প্রতিষ্ঠান করেছে বলে তিনি জানান। পানি নিতে আসা ফকিরাপুলের রিপন জানান, এটি একটি ভালো উদ্যোগ। ঢাকায় খাবারের পানির খুব সমস্যা। এতো কম টাকায় বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যায় না। কিন্তু ওয়াসার কারণে পাওয়া যাচ্ছে। পুরানা পল্টনের শহিদুল জানান, আমি প্রতিদিন এখান থেকে বিশুদ্ধ পানি নিয়ে যাই। তিনি বলেন, নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অনেক পানির প্রয়োজন হয়। বাইরে থেকে কিনলে অনেক টাকা বেশি লাগে। একটু কষ্ট করে এখান থেকে নিয়ে গেলে ঘরের জন্য আর বাড়তি পানির প্রয়োজন হয় না। শাহজানের লাইলি বেগম জানান, ফকিরাপুলের একটি ম্যাচে তিনি কাজ করেন। ম্যাচের ম্যানেজার সবুজ কার্ড করেছেন। তিনি প্রতিদিন তিন কলসি পানি নিয়ে যান। লাইলি জানান, পানি অনেক পরিষ্কার। কম টাকায় এখানে ভালো পানি পাওয়া যাচ্ছে। ফকিরাপুলের কিশোরী বৃষ্টি জানায়, তার মা একটি বাসায় কাজ করেন। তাই সে মাকে সাহায্য করার জন্য এখান থেকে পানি নিয়ে যায়। সেকান্দার নামের এক সিকিউরিটি গার্ড জানান, প্রথম দিকে অনেক পরিষ্কার পানি আসতো। কিন্তু এখন পানিতে ময়লা পাওয়া যায়। আরামবাগের রাশিদা বেগম জানান, তিনি এখান থেকে পানি কিনে আশপাশের বাসাবাড়ি হোটেলে পানি দেন।